ভোরের কাগজ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

SEP. 12 2002

ডাণ্ডাবেড়ি এবং হাতকড়া পরিয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে গতকাল আদালতে হাজির করা হয় —ভোরের কাগজ

২ ছাত্রনেতার হাতে হাতকড়া পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি!

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : শুধু হাতকড়াই নয় সঙ্গে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বা দাগি আসামির মতো সিএমএম আদালতে হাজির করা হলো দু ছাত্রলীগ নেতাকে। হাইকোর্টের রুলের জবাব না দিয়ে গতকাল ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত সিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবুকে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নূরুল ইসলাম মজুমদারের আদালতে একটি হত্যা মামলায় ৫

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

২ ছাত্রনেতার হাতে হাতকড়া পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি!

১ প্রথম পাতার পর

দিনের রিমান্ডে নেওয়ার জন্য পুলিশ আবেদন জানায়। আদালত তাদের ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। লিয়াকত সিকদারের হাতে শুধু হাতকড়া থাকলেও নজরুল ইসলাম বাবুর পায়ে ডাণ্ডাবেড়িও দেখা যায়।

এদিকে উচ্চ আদালতের রুলের জবাব না দিয়ে ছাত্রলীগের দু নেতাকে রিমান্ড মঞ্জুর করায় আইনজীবীরা এটিকে অমানবিক ঘটনা বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ৮ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের তিন কেন্দ্রীয় নেতাকে বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আদালতের সামনে কেন হাজির করা হবে না সরকারের প্রতি হাইকোর্টের এই রুল জারি করা সত্ত্বেও ঢাকার সিএমএম আদালত গতকাল তাদের ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। উচ্চ আদালতের জারি করা রুলের জবাব না দিয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ডাণ্ডাবেড়ি, হাতকড়া পরিয়ে পুলিশি স্কটে আদালতে নিয়ে আসা হয়।

সকাল সাড়ে ১২টার সময় অসুস্থ লিয়াকত সিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবুকে আদালত প্রাঙ্গণে আনা হলে শত শত ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এ সময় তারা লিয়াকত-বাবুর মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। আইনজীবীরাও তাদের মুক্তির দাবিতে আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

এডভোকেট রহমত আলী, এডভোকেট আবু সাঈদ সাগর, এডভোকেট সাহারা খাতুনসহ প্রায় একশ আইনজীবী লিয়াকত সিকদার, নজরুল ইসলাম বাবু ও রফিকুল ইসলাম কতোয়ালের মুক্তির দাবিতে মিছিল করেন।

উল্লেখ্য, পুলিশ তেজগাঁও থানার একটি হত্যা মামলায় মামলা নং-৯৮ (১২) ২০০১ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নূরুল ইসলাম মজুমদারের আদালতে ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালত তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেল গেটে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ সময় আইনজীবীরা হাইকোর্টের রুলের বিষয়টি আদালতে জানালে আদালত তা আমলে নেননি।

ছাত্রলীগের তিন কেন্দ্রীয় নেতা লিয়াকত সিকদার, নজরুল ইসলাম বাবু ও রফিকুল ইসলাম কতোয়ালকে অবৈধভাবে আটক রাখা হয়েছে— এ অভিযোগ এনে গত ৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ আব্দুল মতিন ও বিচারপতি এস কে সিনহার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে হেভিয়াস কর্পাস দায়ের করা হয়েছিল। শুনানি শেষে আদালত এই ছ ত্র নেতাদের আদালতের সন্তুষ্টির জন্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেন আদালতের সামনে হাজির করা হবে না এর কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। কিন্তু এই রুলের জবাব না দিয়েই গতকাল ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেল থেকে রিমান্ডের জন্য আদালতে নিয়ে আসা হয়। তবে রফিকুল ইসলাম কতোয়ালকে আদালতে হাজির না করায় তার রিমান্ডের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে ৫৪ ধারাসহ ৫টি হত্যা মামলায় হাইকোর্ট জামিন দিলেও বিভিন্ন মামলায় তাদের শোন এরেস্ট দেখানো হয়। সর্বশেষ গত ১৩ আগস্ট তেজগাঁও থানায় একটি অজ্ঞাত হত্যা মামলায় তিন ছাত্রনেতাকে শোন এরেস্ট দেখানো হয়।